সংবাদ

তারিখ 05 JUL 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বৈশাখী টিভির বাজেট আলোচনা

‘শিক্ষায় সর্বোচ্চ বরাদ্দ দিলেই হবে না, সেটার সমন্বয় দরকার’

বৈশাখী টেলিভিশন এবং মাই ওয়ান এলইডি টিভির যৌথ আয়োজন ২০১৬-১৭ বাজেট নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান ‘বাজেটে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি’। অনুষ্ঠানটির মিডিয়া পার্টনার দৈনিক সংবাদ। ২৮ জুন প্রচারিত অনুষ্ঠানের আলোচনা হুবহু তুলে ধরা হলো

সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম। বৈশাখী টিভি ও মাই ওয়ান এলইডি টিভির যৌথ আয়োজনে বাজেটে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি অনুষ্ঠানে আমি খন্দকার রুহুল আমিন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। এবারের বাজেটে কোন কোন দিকে গুরুত্ব দেয়া দরকার ছিল তাই নিয়ে বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা আলোচনা করে থাকি। আমাদের আলোচনাকে লিখিত আকারে সংরক্ষণের জন্য আমরা দৈনিক সংবাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছি। আমরা আজ যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো তা ধারাবাহিক ভাবে দৈনিক সংবাদের অর্থনীতি পাতায় প্রকাশিত হবে। আমাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য আজ উপস্থিত আছেন ড. মো. ইউসুফ মিয়া, সহযোগী অধ্যাপক, ফলিত রসায়ন ও কেমি কৌশল বিভাগ, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। আরও আছেন মো. মিজানুর রহমান, ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক। আমি প্রথমেই ইউসুফ মিয়ার কাছে আসবো। আমরা জানি এবারের বাজেটে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে শিক্ষা খাত। এই শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করছেন? বর্তমান শিক্ষাখাতে এই বাজেট বরাদ্দ কতটা সংগতিপূর্ণ?

ড. মো. ইউসুফ মিয়া : এবারের বাজেটে শিক্ষা খাতে ১৫ শতাংশ এর মতো বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ খাত ওয়ারি শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। একজন শিক্ষক হিসেবে এটাকে অবশ্যই সাধুবাদ জানাচ্ছি। এবারের বাজেটে দশটি মেগা প্রজেক্ট গভমেন্ট নিয়েছে। পদ্মা সেতু, মেট্রো রেল এবং পাওয়ার সেক্টরে বেশ কিছু প্রকল্প নেয়া হয়েছে। সরকার ঘোষণা করেছেন তিন হাজার শিক্ষক সম্ভবত প্রাইমারী সেক্টরে নেয়া হবে। এটা ভাল দিক। রুট লেভেলে যদি মানুষকে শিক্ষিত করতে চাই তাহলে প্রাইমারী সেক্টরে মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। সরকার গত কয়েক বছরে প্রায় এক লক্ষ শিক্ষককে এমপিও ভুক্ত করেছে। এবারের বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী বলেছেন আমাদের প্রাইমারী শিক্ষায় ৯৯ শতাংশ এনরোলমেন্ট আছে। অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় হল যখনই প্রাইমারী শিক্ষাটা শেষ হয়, যখনই ছাত্ররা মাধ্যমিক লেভেলে যায় তখন কিন্তু ছাত্রছাত্রীর হার ৬০ শতাংশ এ নেমে আসে। বাজেটকে শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ মূল্যায়ন দিলেই হবে না সেটার একটা সমন্বয় করা দরকার। যেমন প্রাইমারী এডুকেশনের সঙ্গে মাধ্যমিক এডুকেশনের সংজ্ঞা, মাধ্যমিক স্তরের সঙ্গে কলেজ লেভেলের শিক্ষা এবং পরবর্তীতে উচ্চ স্তরের শিক্ষা বা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা। এখানে প্রাইমারী এডুকেশনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করতে হবে। পাশাপাশি আমাদেরকে যদি এডভান্সের দিকে যেতে হয় আমাদের শিক্ষা গবেষণা, শিক্ষা খাতের ট্রেনিং সবকিছু বাড়াতে হবে। উচ্চ শিক্ষা খাতে বাজেটটা আরও বড় করতে হবে।

সঞ্চালক : এই যে শিক্ষা খাতে এবারের বাজেটে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে এই বরাদ্দটা যদি সঠিক ভাবে, দুর্নীতি মুক্ত ভাবে ব্যয় হয় সেখানেই কিন্তু মূল্যায়ন হওয়ার কথা।

ড. মো. ইউসুফ মিয়া : আপনি যথার্থই বলেছেন। তবে দুর্নীতি তো একটা প্রশাসনিক বিষয়। গভমেন্টের অন্যান্য সেক্টরে যারা আছেন তারা বিষয়টি দেখবেন। কিন্তু যদি বাজেটের এমাউন্টটা কম হয় তাহলে কিন্তু আউট পুটটা সেই স্কেলে আসবে না। আমি এটাই বলতে চাচ্ছি।

সঞ্চালক : আমি এবার আসবো জনাব মোঃ মিজানুর রহমান সাহেবের কাছে আসবো। আপনি তো একজন ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক। ব্যবসায়ী নেতা হিসেবেও জানি আপনাকে। আপনার দৃষ্টিতে বর্তমান যে বাজেট এই বাজেটকে কিভাবে মূল্যায়ন করবেন?

মিজানুর রহমান : এবারের বাজেট তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার কোটি টাকার । এখানে শিক্ষা খাতে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ। তার পরে জনপ্রশাসন খাতে ১৩ শতাংশ। সরকারী ভাবে বাজেট বরাদ্দ বাড়বে। যত দিন যাবে বাজেট বরাদ্দ বাড়বে। গত বছরের তুলনায় এবছর ২৯ শতাংশ বাজেট বেড়েছে। বঙ্গবন্ধুর সময় প্রথম বাজেট ছিল ছয়শ পঁচাত্তর কোটি টাকা। আর বর্তমানে দাঁড়িয়েছে তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার কোটি টাকা। এর অধিকাংশ টাকা কিন্তু ব্যবসায়ীদের কাছ থেকেই আসে। ব্যবসায়ীরা ট্যাক্স পরিশোধ করছে। ইনকাম ট্যাক্স দেয় বা বিভিন্ন ধরণের পণ্য আনে। এর থেকে সরকার আমদানি শুল্ক পায়, ভ্যাট পায়। এই বাজেটে ঘাটতি প্রায় সাতানব্বই হাজার কোটি টাকা, এইটা পূরণ হবে কিভাবে? এটা পূরণের জন্য সরকার টার্গেট দিয়ে দিয়েছে তিন লক্ষ নতুন করদাতাকে সনাক্ত করতে হবে। তিন লক্ষ করদাতা সনাক্ত করতে হলে আমাদের সাধারণ ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে চাকুরীজীবী সবাইকে করের আওতায় আনতে হবে। কর দেওয়ার জন্য একটা মন মানসিকতায় আসতে হবে।

সঞ্চালক : আমাদের মাত্র সাড়ে বারো লক্ষ মানুষ ট্যাক্স দেয় অথচ ব্যবসায়ী আছে তিন কোটি। আমি অবশ্যই রাজস্ব বোর্ডের অদক্ষতাকে এর জন্য দায়ি করবো। অন্তত পঞ্চাশ লক্ষ লোক ট্যাক্সের আওতায় নিয়ে আসা উচিত। অথচ যারা নিয়মিত ট্যাক্স দেয় তাদের উপর ট্যাক্স আরও ৩৯ শতাংশ বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। সেটা না করে আমরা যদি ট্যাক্সের পরিধি বাড়াতে পারতাম তাহলে তো তাদের উপরে প্রেসারটা কম আসবে। মো. মিজানুর রহমান : বাংলাদেশের মানুষের মন মানসিকতা হয়ে গেছে ট্যাক্স না দেওয়া। সেখান থেকে একটা সিস্টেমের মধ্যে আনা সহজ ব্যাপার না। এটা খুব কঠিন ব্যাপার। ট্যাক্স টা কেউ সহজে দিতে চায় না।

সঞ্চালক : অনেকেই মনে করে ট্যাক্সটা যদি আমি একবার দেই তাহলে নাকে দড়ি দেওয়া হয়ে গেল। সেক্ষেত্রে ট্যাক্স যারা নিয়মিত দেয় তাদের উপরই বারে বারে চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। এই কারণেই অনেকে ভয় পায়। এবং যারা মাঠ কর্মী আছেন রাজস্ব বোর্ডের তারা বলেন ঠিক আছে এখানে গেলে তো অনেক ঝামেলা টামেলা হবে আপনি আমাকে কিছু টাকা দিয়ে দেন আমি সব ঝামেলা ম্যানেজ করে দেব। এই পথেই কিন্তু ব্যবসায়ীরা বেশি উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। করপ্রদানের মানসিকতা তৈরি এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে রাজস্ব বোর্ডকে অধিক সময় ব্যয় করা উচিত।

মিজানুর রহমান : আমি মনে করি রাজস্ব প্রদানের পদ্ধতি সম্পূর্ণ কম্পিউটার সিস্টেমে আনতে হবে। অনলাইনের মাধ্যমে সব কিছু করতে হবে। রাজস্ব কর্মকর্তা আমার কাছে যাবে না, আমি আমার ইনকাম কত হয়েছে তা অনেস্ট ভাবে অনলাইনে রাজস্ব প্রেরণ করবো।

সঞ্চালক : এখন আমি আসবো মোঃ ইউসুফ মিয়ার কাছে। আপনি তো একজন সহযোগী অধ্যাপক এবং শিক্ষার সাথে আপনি জড়িত। আপনি যেখানে শিক্ষকতা করেন সেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আমি মনে করি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের চাইতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এপ্রোপ্রিয়েট এবং এটিই দরকার। আপনারা কিভাবে আপনাদের ছাত্র ছাত্রীদের সহযোগিতা করছেন?

ইউসুফ মিয়া : আসলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার মাধ্যমে দেশ উন্নত হয়। আমাদের সরকারের বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব মাননীয় মন্ত্রী ইয়াফেস ওসমান একটা কথা বলেন পিতা দিয়ে গেলেন স্বাধীনতা, কন্যা দেখালেন পথ জ্ঞান বিজ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে দেশের ভবিষ্যৎ। সুতরাং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে অবশ্যই হাইলাইট করতে হবে।বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা কি করি। যেমন ধরেন এপ্লাইড কেমেস্ট্রি, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ফার্মেসী, কম্পিউটার সায়েন্স তাদেরকে আমরা ল্যাব বেইজড কিছু ট্রেনিং দেই, তাদেরকে রিসার্চ করার ফ্যাসিলিটিজ দেয়ার চেষ্টা করি। তাতে তারা হাতে কলমে কিছু শেখে এবং সেটাকে তারা বাস্তবে কিছু প্রয়োগ করতে পারে। শিক্ষা এমনটাই হওয়া উচিত। দক্ষ মানব সম্পদ অর্জন করতে হলে যদি ল্যাব বেইসড বা রিসার্চ বেইসড এডুকেশন যদি না হয় তাহলে সেটা সঠিক হবে না। সেক্ষেত্রে আমরা কিছুটা চেষ্টা করছি। রিসার্চ করতে গেলে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, আনুসঙ্গিক জিনিসপত্র এবং এনালাইসিস করতে প্রচুর ফান্ড লাগে। এই ফান্ডিংটা আরও বড় স্কেলে যদি করা যেত তাহলে আমাদের জন্য ভাল হত। বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ ফান্ড একটু বড় হওয়া দরকার। আমরা ছাত্রদের যে ম্যাসেজটা দিতে চাচ্ছি সেটা হয়তো অর্জন করা সম্ভব। আমি জাপানে ছিলাম অনেকদিন। জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে তাদের অর্থনীতি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে চলে আসলো। আমি জাপানে থাকতে যাদের সান্নিধ্যে পিএইচডি করেছি সেই প্রফেসরের কাছে শোনা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পর ভঙ্গুর অবস্থার মধ্যে এক হাজার ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট হয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দিয়ে কিছু ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করা যারা আসলে কিছু তৈরি করতে পারবে। সেটাই কিন্তু আজকের জাপানের অর্থনীতির মূল স্তম্ভ। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর অনেক জায়গায় জাপানীরা অর্থকষ্টে খেতে পর্যন্ত পায় নি,তাদের গায়ে কাপড় ছিল না, সেই অবস্থা থেকে জাপান ঘুরে দাঁড়ালো।বিশ্বের অর্থনীতির পরাশক্তিতে রূপান্তরিত হল। এটার মূল ভিত্তি কিন্তু ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট এবং টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট গুলো। সুতরাং আমরা যদি প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানকে সেই লেভেলে নিয়ে যেতে পারি, কাজে লাগাতে পারি এবং দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করতে পারি, তাহলে দ্রুত দেশের উন্নতি হবে। আমাদের দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার, দক্ষ কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, দক্ষ ফার্মাসিস্ট, দক্ষ কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করতে হবে।

সঞ্চালক : আমি এখানে সবচেয়ে বেশি যেটা দেখি যে গবেষণার ক্ষেত্রে আমরা অনেক পিছিয়ে। রিসার্চে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি।আমাদের এ দিকটায় আরও নজর দিতে হবে।গবেষণার ক্ষেত্র গুলোতে কি আমরা শুধু মাত্র বাজেটের কারণে পিছিয়ে আছি?

ইউসুফ মিয়া : এটা একমাত্র কারণ বলা যাবে না তবে এটা অন্যতম প্রধান কারণ। বাজেট বাড়ালে আমাদের ছাত্রদের লার্নিং ক্যাপাসিটি অনেক গুণ বৃদ্ধি পাবে।

মিজানুর রহমান : এবারের বাজেট সঠিক ভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে দুর্নীতির ক্ষেত্র গুলোকে প্রথমেই চিহ্নিত করতে হবে। দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা কর্মচারীদের যেভাবে হোক থামিয়ে আমাদের বাজেট বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হতে হবে।

সঞ্চালক : এতক্ষণ আমরা দুই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের বাজেট বিষয়ে আলোচনা শুনলাম। শুনলাম শিক্ষা খাতে অবহেলিত রিসার্চ বা গবেষণার সামগ্রিক বিষয়াদি। গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান গুলোর বেলায় বাজেট বরাদ্দ অপর্যাপ্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ বিষয় গুলোতে যদি আরও একটু বেশি গুরুত্ব দিয়ে এগোনো যেত তবে আমরা আমাদের দেশকে স্বাবলম্বী করতে পারতাম। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ছাড়া একটি দেশকে কিন্তু চরম উন্নতির শিখরে নিয়ে যাওয়া যায় না।বিশ্ব এখন ডিজিটালাইজেশনের দিকে এগোচ্ছে। এই প্রযুক্তি গত উন্নয়নের মাধ্যমেই কিন্তু আমরা আমাদের দেশকে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যাব। আমরা বাজেটে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সেক্টরে আরও বরাদ্দের সুপারিশ করছি। সবাইকে আবারও নিরন্তর শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের মত এখানেই শেষ করছি।